যুগান্তর

তারিখ ... JUL 2012 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... ৫ ...

সারাদেশে শিক্ষক কর্মচারীদের দু'দিনের ধর্মঘট আজ থেকে

১৬ জুলাই পর্যন্ত আলটিমেটাম ফ্রন্টের

যুগান্তর রিপোর্ট

বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমপিও প্রদান, শিক্ষা জাতীয়করণসহ বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষক আন্দোলন এখন তুঙ্গে। আর মজার বিষয় হল, এ আন্দোলন ভেবেছে সরকারপন্থী শিক্ষক সংগঠনগুলোই। দাবি আদায়ের লক্ষ্যে আজ শিক্ষক-কর্মচারীরা সারাদেশে দু'দিনের ধর্মঘট শুরু করছেন। শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ নামে একটি সংগঠন এ কর্মসূচি ডেকেছে। এছাড়া জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট নামে আরেকটি সংগঠন বিভিন্ন দাবি পূরণে সরকারকে ১৬ জুলাই পর্যন্ত দু'সপ্তাহের আলটিমেটাম দিয়েছে। শিক্ষক-কর্মচারী ফ্রন্ট সদ্য পাসকৃত বাজেটে শিক্ষা খাতের বরাদ্দে এমপিওভুক্ত, এমপিও'র জন্য অপেক্ষমাণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের ৮ দফা দাবি ও শিক্ষার উন্নয়নে ৭ সুপারিশ করেছে। একই সঙ্গে দাবি বাস্তবায়নে মন্ত্রণালয়ের অবস্থানও স্পষ্ট করার দাবি জানায়। সংগঠনের প্রধান সমন্বয়ক অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ জানান, তাদের ৮ দফা দাবি ও শিক্ষার উন্নয়নে ৭ সুপারিশ রয়েছে। এসব মন্ত্রণালয়ে ধর্মঘট : পৃষ্ঠা ১৯ : কলাম ৪

ধর্মঘট : শিক্ষক-কর্মচারী

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

কিভাবে বাস্তবায়ন করবে তা স্পষ্ট করার জন্য ১৬ জুলাই পর্যন্ত সময় বেঁধে দেয়া হয়েছে। সময়সীমা পার হওয়ার পর মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা ও অবস্থান মূল্যায়ন করে শিক্ষক কর্মচারীদের ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায় ও শিক্ষার উন্নয়নে প্রস্তাবিত সুপারিশ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ফ্রন্ট যথোচিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে জাতীয় প্রতিনিধি সভা আহ্বান করবে। তিনি জানান, সোমবার দুপুরে গ্রিন রোডে ফ্রন্টের প্রধান কার্যালয়ে জাতীয় কমিটির জরুরি সভায় এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ আজিজুল ইসলাম, বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক, বাংলাদেশ কারিগরি কলেজ শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ এমএ সাত্তার, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কর্মচারী ফেডারেশনের মহাসচিব এম আরজু, কলেজ কর্মচারী ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক মোঃ আনসার আলী এবং ফ্রন্টের তিন কেন্দ্রীয় নেতা উপাধ্যক্ষ মোঃ আবদুর রব মিয়া, খান মোশাররেফ হোসেন ও মোঃ আজিজুর রহমান।

ফ্রন্টের ৮ দফা দাবি : শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে স্থায়ী শিক্ষা কমিশন ও বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগের জন্য স্বতন্ত্র কমিশন গঠন এবং সর্বস্তরের শিক্ষকদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো প্রবর্তন। প্রায় দু'যুগ আগের স্কেলের (১৯৯১) পরিবর্তে বর্তমান জাতীয় স্কেলে এমপিওভুক্ত বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের চিকিৎসা ভাতা, বার্ষিক প্রবৃদ্ধি প্রদান। অমর্যাদাকর ১০০ টাকা বাড়ি ভাড়ার পরিবর্তে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ বাড়ি ভাড়া অথবা সম্মানজনক আবাসন সুবিধা প্রবর্তন। চারদলীয় জোট সরকারের আমলে প্রদত্ত খণ্ডিতের পরিবর্তে সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ পূর্ণ উৎসব ভাতা ও পূর্ণ পেনশন, পদোন্নতি, টাইমস্কেল চালু। যোগ্যতার সব শর্ত পূরণ করেও বছরের পর বছর এমপিওবঞ্চিত প্রতিষ্ঠান এবং শিক্ষক কর্মচারীদের নতুন এমপিও, অনার্স-মাস্টার্স পাঠদানকারী বেসরকারি কলেজের শিক্ষক ও ডিগ্রি কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে তৃতীয় শিক্ষকদের জন্য এমপিও। মাধ্যমিক স্তরে বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নিয়োগ। পার্বত্য এলাকায় কর্মরত শিক্ষক-কর্মচারীদের জন্য ৩০ ভাগ পাহাড়ি ভাতা চালু। বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অবসরের বয়স ৬৫ বছরে উন্নীতকরণ।

শিক্ষার উন্নয়নে ৭ সুপারিশ : শ্রেণীকক্ষে শিক্ষকদের পাঠদান উন্নয়ন পর্যবেক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির সংস্কারের জন্য পর্যাপ্ত বরাদ্দ। শিক্ষার্থীদের পাঠ্যক্রম ও শিক্ষকদের শিক্ষণক্রম প্রণয়ন, প্রাক-পেশা ও পেশাকালীন অব্যাহত প্রশিক্ষণ। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার সম্প্রসারণে বরাদ্দ ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি। শিক্ষার্থীদের স্বল্পেপড়া রোধে দুপুর বেলা বিদ্যালয়ে বিস্কুটের পরিবর্তে গরম খাবারের ব্যবস্থা। কাগজ, পেন্সিলসহ শিক্ষা উপকরণ এবং শিক্ষার্থীদের স্কুল ড্রেসের মূল্য হ্রাসের ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা, পর্যায়ক্রমে প্রাথমিক শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত উন্নীতকরণের লক্ষ্যে এবং বয়স্ক ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বরাদ্দ। শিক্ষায় মেয়েশিশু ও নারীর অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সূচিত ইতিবাচক ধারা জোরদারে বিদ্যালয়ের ভেতরে ও বাইরে মেয়েদের নিরাপত্তা, টয়লেট সুবিধা ইত্যাদি নিশ্চিতকরণ এবং প্রতি জেলা ও উপজেলা সদরে যৌথ নিবাস স্থাপন।

দু'দিনের ধর্মঘট : আজ এবং আগামীকাল সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ডেকেছে শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্য পরিষদ। সোমবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে বলা হয়, ধর্মঘটের পরও দাবি আদায় না হলে পরে আরও কঠোর কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে।

শিক্ষা জাতীয়করণ দাবি : শিক্ষা ব্যবস্থার জাতীয়করণ, শিক্ষানীতি-২০১০ বাস্তবায়ন, বেসরকারি শিক্ষক-কর্মচারীদের বিভিন্ন যৌক্তিক দাবি পূরণের দাবি জানিয়েছে স্বাধীনতা শিক্ষক পরিষদ। সোমবার সংগঠনের কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক কমিটির এক সভায় এ দাবি জানানো হয়। সংগঠনের স্টিয়ারিং কমিটির অন্যতম সদস্য অধ্যক্ষ এমএ আউয়াল সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ওই সভায় বক্তব্য দেন সংগঠনের সদস্য সচিব অধ্যক্ষ মোঃ শাহজাহান আলম মাজু, নায়েমের সাবেক মহাপরিচালক প্রফেসর শামসুর রহমান, শ্যামলী নাসরিন চৌধুরী, হরিচাঁদ মণ্ডল সুমন, অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান, মোঃ শাহে আলম, বিলকিস জামান, প্রফেসর সাজিদুল ইসলাম, ডোরিন সুলতানা, অসিম উদ্দিন ভূঁইয়া, অধ্যক্ষ নুরুন্নবী মোল্লা, জাহাঙ্গীর আলম, অধ্যক্ষ আবুল বাশার, অধ্যক্ষ মাহবুবুর রহমান, আফসানা হাসান, রফিকুল হক প্রমুখ।